ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কিত কবিতা ঃ

ইসমাইল হামিরী (মৃত্যু ১৭৩ হিজরী কামারী) ইমাম সাদিক (আঃ)-এর সংস্পর্শে এসে তাঁর হাতে হিদায়েত পাওয়ার পর, একই ছন্দে গাথা প্রশংসা মুলক একটি লম্বা কবিতা রচনা করে যা নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

(وَ اُشْهِدُ رَبِّی أَنَّ قَوْلَكَ حُجَّةٌ
عَلَى الْخَلْقِ طُرّاً مِنْ مُطِيعٍ وَ مُذْنِبٍ
بِاَنَّ وَلِیَّ الْامْرِ وَ الْقَائِمَ الَّذی
تَطَلَّعَ نَفْسِی نَحْوَهُ بِتَطَرُّبٍ
لَهُ غَيْبَةٌ لاَبُدَّ مِنْ أَنْ يَغِيبَها
فَصَلِّیَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مَتَغَيِّبٍ
فَيَمْكُثُ حِيناً ثُمَّ يَظْهَرُ حِينَهُ
فَيَمْلَأُعَدْلاً كُلَّ شَرْقٍ وَ مَغْرِبٍ

(আর আমার আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখছি যে আপনার (ইমাম সাদিক) মুখের কথা সমস্ত সৃষ্টির উপর যারা অনুগত বা যারা পাপি, দলিল সরুপ।
(বলেছিলেন যে) ওলী আমর ও কায়েম যার জন্য আমার প্রান ব্যকুল, অদৃশ্য থাকবে যা কোন সন্দেহ ছাড়াই অদৃশ্য থাকবে, এই অদৃশ্যে থাকার উপর আল্লাহ্র দুরুদ হোক।
একটি নিদিষ্ট সময় অদৃশ্য পর্দার আড়ালে থাকবে এবং তারপর আবির্ভাব করবেন। আর পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অত্যাচার ও জুলুমকে হটিয়ে আদর্শ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন)।

দে'বেল খুযা'ই হিজরী তৃতীয় বৎসরের প্রথম দিকের একজন উচ্চমানের সাহিত্যিক ছিলেন (মৃত্যু ২৪৬ হিজরী কামারী)। সেও একটি প্রশংসা মুলক লম্বা কবিতা রচনা করে ইমাম সাদিক (আঃ)-এর সামনে পাঠ করে, যা এরূপ ঃ

(فَلَوْلاَ الَّذی اَرْجُوهُ فِی الْيَوْمِ اَوْغَدِ
تَقَطَّعَ نَفْسِی اَثْرَهُمْ حَسَراتٍ
خُرُوجَ اِمامٍ لاَمُحالَةَ خارِجٌ
يَقُومُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَ الْبَرَكَاتِ
يُمَيِّزُ فِينا كُلَّ حَقٍّ وَ باطِلٍ
وَ يَجْزِی عَلَى النَّعْماءِ وَ النَّقَماتِ)

(আজ ও কাল যা কিছু ঘটবে তার উপর যদি আমি আশান্বিত না থাকতাম তাহলে আমার অন্তর আহ্লে বাইতের দুঃখে ও অনুতাপে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

এবং সেই আশা, এমন এক ইমামের অবির্ভাবের জন্য যিনি নিঃসন্দেহে অবির্ভূত হবেন। যিনি আল্লাহ্‌র নাম ও বরকত সাথে নিয়ে কিয়াম করবেন। আর তিনি আমাদের মধ্যকার সত্য ও বাতিলকেও পৃথক করবেন এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও খারাপ কাজের শাস্তি দিবেন [১])।

[১]। আল গাদির, খন্ড- ২, পৃঃ- ৩৬০, ও আলফুসুলুল মুহেম্মাহ্‌, পৃঃ- ২৪৯, নাজাফ প্রিন্ট।